প্রিয় নবীর

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

দিন রাত

মূল

মাওলানা সাদ হাসান ইউসুফি

নেজামুদ্দীন, দিল্লি

ভাষান্তর

মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম

ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪

ইমাম ও খতীব, আরসিন গেইট শাহী জামে মসজিদ, ঢাকা

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

নববী লাইল ও নাহার

১. তিনি যেভাবে খানা খেতেন—২১
২. তিনি যেভাবে পান করতেন—২৭
৩. তিনি যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন—২৮
৪. যেমন ছিল তাঁর পাগড়ি—৩০
৫. যেমন ছিল তাঁর টুপি—৩১
৬. যেমন ছিল তাঁর আংটি—৩১
৭. যেমন ছিল তাঁর জুতা—৩১
৮. তিনি যেভাবে ঘুমাতেন—৩২
৯. তাঁর সুগন্ধি ব্যবহার—৩৪
১০. তিনি যেভাবে মাথা আঁচড়াতেন ও তেল লাগাতেন—৩৫
১১. তিনি যেভাবে সফরে যেতেন—৩৬
১২. তিনি যেভাবে হাজত সারতেন—৩৯
১৩. তিনি যেভাবে হাঁচি দিতেন—৪০
১৪. তিনি যেভাবে হাঁটতেন—৪১
১৫. তিনি যেভাবে দুআ করতেন—৪২
১৬. তিনি যেভাবে কথা বলতেন—৪৩
১৭. যেমন ছিল তাঁর ওয়াজ-নসিহত—৪৪
১৮. তিনি যেভাবে রসিকতা করতেন—৪৫
১৯. শিশু-কিশোরদের যেভাবে ভালোবাসতেন—৪৮
২০. যেমন ছিল তাঁর মজলিস—৫০
২১. তিনি যেভাবে রোগী দেখতে যেতেন—৫১
২২. বছরের প্রথম ফল এলে তিনি যা করতেন—৫২
২৩. তাঁর ঘরে যেভাবে ঢুকতে হত—৫২
২৪. যেমন ছিল তাঁর আচার-ব্যবহার—৫৩
২৫. তিনি যেভাবে বসতেন—৫৬
২৬. তাঁর বকরির সংখ্যা—৫৭
২৭. মসজিদে এলান—৫৭
২৮. তাঁর হাসি—৫৭
২৯. তাঁর কান্না—৫৭

৩০. তাঁর চিন্তা-ফিকির—৫৮
৩১. তাঁর খুশি—৫৮
৩২. সদকার মাল তিনি যা করতেন—৫৮
৩৩. তাঁর ঘরোয়া কর্মব্যস্ততা—৫৮
৩৪. যেমন ছিল তাঁর কেনাকাটা—৫৮
৩৫. বছরের প্রথম বৃষ্টির সময় তিনি যা করতেন—৫৯
৩৬. তিনি যেভাবে চিঠি লিখতেন—৫৯
৩৭. তিনি যেভাবে ভালো কাজ শুরু করতেন—৫৯
৩৮. তাঁর স্বপ্ন শোনার শখ—৫৯
৩৯. তাঁর ঘোড়ার প্রতি মহব্বত—৫৯
৪০. তিনি 'যাত্রা ভালো না' এসব বলতেন না—৬০
৪১. যেমন ছিল তাঁর চিত্ত-বিনোদনমূলক ঘোরাফেরা—৬০
৪২. তাঁর সাঁতার কাটার শখ—৬০
৪৩. বিবিদের সঙ্গে তাঁর আচার-ব্যবহার—৬০
৪৪. যেভাবে কাটত তাঁর দিন—৬৭
৪৫. যেভাবে কাটত তাঁর রাত—৬৯
৪৬. তাঁর কবিতা শ্রবণ—৭০
৪৭. বিশেষ সময়ের বিশেষ দুআসমূহ—৭১

শিয়ামুল হাবীব

৪৮. যে ছবি যায় না আঁকা—৭৯
৪৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
যেভাবে ঘরে সময় কাটাতেন—৮০
৫০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীরবতা—৮৫
৫১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহজাত সুগন্ধি—৮৫
৫২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৌর্য-বীর্য—৮৯
৫৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের
শেষ মুহূর্তগুলো—১০৭
৫৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রসিকতা—১০৮
৫৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিল সদা
আল্লাহর সঙ্গে মশগুল—১১১

তিনি যেভাবে খেতেন

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাওয়ার পূর্বে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন।[১]

ডান হাতে নিজের সামনে থেকে খাওয়া শুরু করতেন।[২]

২. কখনো হেলান দিয়ে খাবার খেতেন না।[৩]

৩. সবসময় মাটিতে বসে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার খেতেন।[৪]

চেয়ার টেবিলে বসে কখনো আহার করেননি।[৫]

৪. সাধারণত বৃদ্ধাঙ্গুলি, শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি—এ তিন আঙুলের সাহায্যেই খাবার খেতেন।[৬]

মাঝেমধ্যে তরল খাবার খেতে হলে অনামিকা আঙুলটিও কাজে লাগাতেন।[৭]

৫. খাবার পর আঙুল মোবারক সুন্দর করে চেটে খেতেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিয়ম ছিল, প্রথমে মধ্যমা, এর পর শাহাদাত, এর পর বৃদ্ধাঙ্গুলি চাটতেন।[৮]

৬. প্লেটভরা খাবার হলে তিনি তাঁর সামনের পাশ থেকে খাওয়া শুরু করতেন। মাঝখান থেকে উঠাতেন না। এ কথা বলতেন, খাবারের বরকত

---

১ *তিরমিযী* : ৬/২; *ফিকহুল হানাফী* (ব্যাখ্যাসহ) : ৫/৩১৮
২ *তিরমিযী* : ২/৭
৩ *শামায়েল* : ৬০-৬১
৪ *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* : ১০/৪১৮
৫ *শামায়েলে তিরমিযী* : ৬৩
৬ *শামায়েলে তিরমিযী* : ৬১
৭ *ফিকহুল হানাফী* : ৫/৩২০
৮ *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* : ১০/৪১৮; *শামায়েলে তিরমিযী* : ৬০

থাকে খাবারের মাঝখানে। তাই শুরুতেই মাঝখান থেকে খাবার নিতে নেই, বরং প্রত্যেকেরই তার সামনে থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে সামনে অগ্রসর হওয়া ভালো।[১]

৭. চাকচিক্যপূর্ণ ছোট ছোট পেয়ালা, তশতরি, রং-বেরংয়ের আচার, পানীয়—যা সাধারণত দাম্ভিক লোকেরা ব্যবহার করে থাকে, তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন না।[২]

৮. তিনি মিষ্টি জাতীয় খাবার—যেমন : মধু, সিরকা, খেজুর, খরবুজা, কাঁকুড় ও লাউ খুব পছন্দ করতেন।[৩]

৯. গোশতের মধ্যে বাহু, ঘাড় ও পিঠের গোশত তাঁর পছন্দনীয় ছিল।[৪]

১০. তিনি কখনো কখনো খরবুজা আর খেজুর, কাঁকুড় আর খেজুর, খেজুর আর রুটি বা খেজুর আর জয়তুন-তেল একসঙ্গে মিলিয়ে খেতেন।[৫]

১১. কোনো খাবার তাঁর কাছে ভালো না লাগলে ভালো-মন্দ কিছু না বলেই চুপচাপ হাত গুটিয়ে নিতেন।[৬]

১২. তিনি কাঁচা পেয়াজ ও রসুন একেবারেই খেতেন না।[৭]

১৩. চালা আটার রুটি কখনোই খাননি।[৮]

১৪. তিনি চাপাতি রুটিও কখনো খাননি।[৯]

১৫. তিনি ময়দার রুটিও খাননি।[১০]

১৬. খেজুর বা রুটির টুকরো পাক-পবিত্র স্থানে পড়ে গেলে তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলতেন।[১১]

---

১ *তিরমিযী* : ২/৭
২ *তিরিমিযী* : ২/১
৩ *শামায়েলে তিরমিযী* : ৬৮-৬৯
৪ *শামায়েলে তিরমিযী* : ৭০ ও ৭২
৫ *শামায়েলে তিরমিযী* : ৮২; *আবু দাউদ* : ৫৩৬
৬ *বুখারী* : ২/৮১৪
৭ *তিরমিযী* : ২/৩
৮ *বুখারী* : ৮১৪-৮১৫
৯ *শামায়েলে তিরমিযী* : ৬৪; *বুখারী* : ২/৮১৫
১০ *শামায়েলে তিরমিযী* : ৬৩
১১ *তিরিমিযী* : ২/২

১৭. একেবারে গরম খাবার, যা থেকে গরম ভাপ উঠতে থাকে, এমন খাবার আহার করতেন না। কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে ঠাণ্ডা হলে আহার করতেন। গরম খাবার সম্পর্কে তিনি কখনো বলতেন, আল্লাহ আমাকে আগুন খাওয়াননি, আবার কখনো বলতেন গরম খাবারে বরকত নেই।[১]

১৮. তিনি কখনো খাবার শুঁকতেন না। এমন করাকে অপছন্দ করতেন।[২]

১৯. সবসময় বসে খেতেন। ফল জাতীয় জিনিস কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটেও খেতেন।

২০. তিনি শুধু আঙুলের মাথা ব্যবহার করেই আহার সমাপ্ত করতেন। সম্পূর্ণ আঙুল খাবারে ডোবাতেন না।

২১. রান্না করা গোশত কখনো চাকু দিয়ে কেটে কেটেও খেতেন।[৩]

২২. পাত্র সবসময় ঢেকে রাখার তাগিদ করতেন। ঢাকার মতো কিছু না থাকলে কমপক্ষে পাত্রের মুখে একটি কাঠি হলেও রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।[৪]

২৩. কোনো মজলিসে খেতে বসে 'খাবার' সাথীদের মাঝে বিতরণ করতে চাইলে তাঁর ডান দিক থেকে দেওয়া শুরু করতেন। অবশ্য বাঁ দিকে সম্মানিত কেউ বসলে তাঁর সম্মানার্থে তাঁকে আগে দেওয়া দরকার মনে করতেন। তবে ডান পার্শ্বস্থ সাথীদের অনুমতিসাপেক্ষে বামের লোককে দিতেন। অনুমতি না পেলে শত বড় হলেও বাঁ পার্শ্ব থেকে আগে দিতেন না। তিনি বলতেন, এটা ডানের হক।[৫]

২৪. কখনো সকালের খাবার বিকালের জন্য বা বিকালের খাবার সকালের জন্য রেখে দিতেন না। একবেলার খাবার আরেক বেলার জন্য তুলে রাখতেন না।

---

১ *ফিকহুল হানাফী* : ৫/৩১৬; *মুজামে আওসাত* : ৬/২০৯
২ *ফিকহুল হানাফী* : ৫/৩১৬
৩ *বুখারী* : ২/৮১৪; *তিরমিযী* : ৫/২
৪ *তিরমিযী* : ২/৩; *মুসলিম* : ২/১৭০
৫ *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* : ১০/৪২৫

২৫. তরকারির নিচের অংশ, যা পাতিল বা পেয়ালার তলায় লেগে থাকে, তা খেতে পছন্দ করতেন। তাই প্রায়ই খাবার শেষে পাত্র মুছে খেতেন।[১]

২৬. ঘরে গোশত এনে দিয়ে বলতেন, তরকারিতে ঝোল একটু বাড়িয়ে দেবে, যাতে পড়শিদের একটু দেওয়া যায়। খাবারে কখনো ফুঁক দিতেন না, বরং তা খারাপ মনে করতেন।[২]

২৭. মাঝেমধ্যে চিনি দিয়ে খরবুজা খেতেন।

২৮. কখনো দু'হাতে দু'রকম ফল নিয়ে একবার এক হাত থেকে আবার অন্য হাত থেকে কামড় দিয়ে খেতেন। এভাবে তিনি খেজুর আর খরবুজাও খেয়েছেন। ডান হাতে খেজুর ছিল আর বাম হাতে খরবুজা।[৩]

২৯. খেজুর খেলে বাঁ হাতে বিচি রাখতেন।

৩০. বিচিগুলো শাহাদাত আর মধ্যমা অঙ্গুলির পিঠে রেখে আস্তে নিক্ষেপ করতেন।[৪]

৩১. কাঁকুড় বা শশা লবন মিশিয়ে খেতেন।

৩২. অচেনা নতুন কোনো খাবার দেখলে প্রথমে তার নাম জেনে নিয়ে এরপর তা হাতে তুলে নিতেন।[৫]

৩৩. শেষ জীবনে তাঁকে প্রতারণা করে একবার বিষ খাওয়ানোর পর থেকে অচেনা কেউ কিছু হাদিয়া পেশ করলে প্রথমে তাকে এক লোকমা খাইয়ে এরপর নিজে খেতেন।

৩৪. গোশতপূর্ণ হাড্ডির মধ্যে সিনার হাড্ডি পছন্দ করতেন।

৩৫. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও দাওয়াতে রওনা করলে দাওয়াত পায়নি এমন কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে তাকে সঙ্গে নিয়ে নিতেন। বাড়ি পৌঁছে দাওয়াতকারীর অনুমতি নেওয়ার পর তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেন।[৬]

---

১ *শামায়েলে তিরমিযী* : ৭৭
২ *তিরমিযী* : ২/৫; *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* : ১০/৪২২
৩ *ফাতহুল বারী* : ৯/৬৫৫; *মুজামে আওসাত*
৪ *মুসলিম* : ২/১৮০
৫ *বুখারী* : ২/৮১২
৬ *মুসলিম* : ২/১৭৬

৩৬. কোনো মেহমানকে খাওয়াতে বসলে খাবার নেওয়ার জন্য কিছুটা জোরাজুরি করতেন। মেহমান শক্তভাবে অসম্মতি জানালে তিনি আর জোরাজুরি করতেন না।[১]

৩৭. কোনো মজলিসে বসে খাবার খেলে তিনি সবার পরে উঠতেন। কারণ, অনেক লোক আছে, যাদের খাবার খেতে বেশ সময় লাগে; অন্যদের উঠে যেতে দেখলে লজ্জায় খাবার শেষ না করেই উঠে যায়। এদের প্রতি খেয়াল করেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইচ্ছাতেই সবার পরে উঠতেন। যাতে সবাই খাবার শেষ করে নিতে পারে।[২]

৩৮. শুরুর প্রথম তিন লোকমার প্রতি লোকমাতেই বিসমিল্লাহ বলতেন।

৩৯. কেউ তাঁর পাশে বসে বিসমিল্লাহ না বলে খাবার শুরু করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত চেপে ধরতেন। বিসমিল্লাহ বলে খাওয়ার তাগিদ দিতেন।[৩]

৪০. কাউকে বাঁ হাতে খেতে দেখলে তার হাত ধরে এত জোরে টান দিতেন যে, তার হাত থেকে লোকমা পরে যেত। এরপর বলতেন, খানা ডান হাতে খেতে হয়।[৪]

৪১. এক ধরনের খাবার হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নিজের সম্মুখ থেকেই খেতেন; তবে এক প্লেটে কয়েক রকম খাবার থাকলে তিনি নির্দ্বিধায় যে কোনো পাশে হাত বাড়িয়ে খাবার টেনে নিতেন।[৫]

৪২. পুরাতন খেজুর খেলে আগে খেজুরের ভেতরটা পরিষ্কার করে নিতেন।[৬]

---

১ *ফিকহুল হানাফী* : ৫/৩২৩
২ *মেশকাত বাইহাকীর সূত্রে* : ৩৭০
৩ *মুসলিম* : ২/১৭১; *বুখারী* : ২/৮০৯
৪ *মুসলিম* : ২/১৭২
৫ *তিরমিযী* : ২/৭; *মুসলিম* : ২/১৭২; *বুখারী* : ২/৮১০
৬ *আবু দাউদ* : ২/৫৩৬

৪৩. খাবার পর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুতেন আর ভেজা হাতটি হাত-মুখ ও মাথায় মুছে নিতেন।[১]

৪৪. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুরগির গোশত খেতে চাইলে মুরগি কয়েক দিন বেঁধে রেখে এরপর জবাই করে রান্না করার নির্দেশ দিতেন।[২]

৪৫. তিনি খিচুরি খেতেও পছন্দ করতেন।

৪৬. গোশতের সুরবায় ভেজানো রুটিও তাঁর প্রিয় খাদ্যের তালিকায় ছিল।[৩]

৪৭. মাখন আর খেজুর তাঁর পছন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪৮. দুধ ও খেজুর এক সঙ্গে খেতেন আর বলতেন, এ দু'টি জিনিস খুবই ভালো।

৪৯. প্রথম লোকমা মুখে নেওয়ার সময় তিনি বলতেন—

يَاوَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ.

৫০. খাবার সামনে এলে এ দুআ পড়তেন—

اَللهم بَارِكْ لَنَا فِيْ مَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللهِ[4]

৫১. খাবার শেষে এ দুআ পড়তেন—

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ[৫]

৫২. দস্তরখানা উঠিয়ে নেওয়ার সময় এ দুআ পড়তেন—

اَلْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ[৬]

৫৩. কোথাও দাওয়াত খেলে দাওয়াতকারীর জন্য এ দুআ করতেন,

---

১ *তিরমিযী* : ২/৭
২ *তিরমিযী* : ২/৪
৩ *আবু দাউদ* : ২/৫৩১
৪ *মুয়াত্তা মালেক* : ৩৭৩
৫ *শামায়েলে মুহাম্মাদায়িা* : ১৯১
৬ *তিরমিযী* : ২/১৮৪

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ[১]

তিনি যেভাবে পান করতেন

৫৪. তিনি পানি পান করতেন চুমুক দিয়ে, মুখে পানি ঢেলে দিতেন না। মুখ ভরে ঘটঘট আওয়াজ করেও পানি পান করতেন না।

৫৫. মিঠা পানির প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। দূর থেকে মিঠা পানি আনিয়ে পান করতেন। এমনকি দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত জায়গা থেকেও মিঠা পানি আনিয়ে পান করতেন।

৫৬. তাঁর বিবিগণের মধ্যে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি বিশেষ আন্তরিক টান ছিল। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে পেয়ালায় পানি পান করতেন এবং পেয়ালার যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সে পেয়ালায় ও সেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন।

৫৭. পানি জাতীয় খাবারের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল দুধ।[২]

৫৮. কখনো শুধু দুধ পান করতেন; আবার কখনো দুধের সঙ্গে ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে পান করতেন।[৩]

৫৯. কখনো কলস বা বালতিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে নিতেন।[৪]

৬০. পানীয় বিতরণের সময় বয়স্কদের থেকে বিতরণ শুরু করার নির্দেশ দিতেন।

৬১. মজলিসে লোকদের মাঝে পানীয় পান করানোর পূর্বে প্রথম পেয়ালা যেখানে শেষ হতো, দ্বিতীয় পেয়ালা এনে ঠিক সেখান থেকে শুরু করার নির্দেশ দিতেন।

---

১ *মুসলিম* : হাদীস নং-২০৪২
২ *শামায়েলে মুহাম্মাদিয়া* : ২০৫
৩ *মুসলিম* : ২০২৯
৪ *শামায়েলে মুহাম্মাদিয়া* : ২১৪